আ’লীগ ভারতে বসে দেশের নির্বাচিত সরকার, বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আওয়ামী লীগ ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছে যাচ্ছে বলে বলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। তিনি বলেন সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে, আওয়ামী লীগ নির্বাচিত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, দুর্গোৎসব চলাকালে যে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করে, তাদেরকে কঠোর ভাবে জবাব দিতে হবে। বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বলব, আপনারা আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকুন। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

বুধবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনের প্রস্তুতি মূলক সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, বিগত ১৬ বছর স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের আর্শিবাদ নিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। ভারতের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে আওয়ামী লীগ দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল। বিগত সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপরে হামলা, তাদের জমিজমা দখল করেছে আওয়ামী লীগ। মন্দিরে হামলার মতো ঘটনা আওয়ামী লীগের আমলেই বেশি হয়েছে। অথচ, তারা এখন আবার ভারতে বসে দেশের নির্বাচিত সরকার, বিএনপির সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

রাশেদ খান বলেন, দেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সহ সকল ধর্মের মানুষ, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে মিলেমিশে বসবাস করছে। এই সম্প্রীতি বজায় রাখতে আসন্ন দুর্গা পূজার সময় বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।
জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে রাশেদ খাঁন বলেন, ঢাকা শহরের জন্য ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা একটি বিড়ম্বনা। অটোরিক্সার জন্য যানজটের কারণে ঢাকা এখন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। সরকার অটোরিক্সা চলাচলে নীতিমালা করতে যাচ্ছে। ফুটপাত দখলমুক্ত করতে সরকার আন্তরিক ভাবে কাজ করছে। কিন্তু জামায়াতের সেক্রেটারি

জেনারেল এটা নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন। জামায়াত অটোরিক্সা চালকদের নেপথ্যে থেকে তাদের আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে।
এর আগে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে শারদীয় দুর্গা পূজা নির্বিঘ্নে উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন রাশেদ খান। সভায় জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিষ বিন হাছান, জেলা পরিষদ প্রশাসক আব্দুল মজিদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সহ সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক চন্দন বসু মুক্ত, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস।

ঝিনাইদহে যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ স্বজনদের

ঝিনাইদহ শহরের কোরাপাড়ায় শিখা (২২) নামে এক যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে কোরাপাড়া গ্রামের জনৈক মুকুলের ঘর থেকে এক সন্তানের জননী শিখার এই মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। হত্যা নাকি আত্মহত্যা তা সঠিক জানা যায়নি।

প্রতিবেশিদের দাবী মুকুল তাকে হত্যার পর গলায় ওড়না পেচিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে পারে। শিখা সদর উপজেলার সাধুহাটী গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, কোরাপাড়া গ্রামের হাকিম মেম্বরের ছেলে গ্রীল মিস্ত্রি মুকুল একজন নারী লোভী। বিভিন্ন স্থান থেকে সে নিজ বাড়িতে নারী এনে বিভিন্ন সময়ে আনন্দ ফুর্তি করতো। গত রোববার (৪ অক্টোবর) রাতে শিখাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে মুকুল। শিখাকে বাড়িতে আনার পর মুকুল বাসর ঘর সাজায়। দুইদিন পর শিখার লাশ

ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলতে দেখা যায়।

প্রতিবেশিদের ভাষ্যমতে, শিখা মামা পরিচয় দিয়ে মুকুলের বাসায় ওঠে। কিন্ত মুকুলের সঙ্গে তার দুরতমও সম্পর্ক নেই। ঢাকা থেকে বাসে আসার সময় পরিচয়। এ সময় মুকুল শিখাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ বাড়িতে আনে। কিন্তু বাড়িতে আসার পর বিয়ে নিয়ে উচ্চবাচ্য হওয়ার পর এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রতিবেশিরা ধারণা করছেন।

শিখার পিতা শহিদুল ইসলাম জানান, মেয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। মাঝেমধ্যে মোবাইলে কথা হয়। তাকে এক জায়গায় বিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম স্বামীর ঘর করেনি। সেখান থেকে প্রবাসি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করে। এ সব কারণে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি। শিখাকে হত্যা করা হতে পারে বলে পিতার আশংকা।

বিষয়টি নিয়ে শিখার মামা তরিকুল ইসলাম জানান, লাশ উদ্ধারের পর মুকুল বলেছে শিখাকে সে চেনে না। অথচ তার ঘর থেকেই লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শরীরে থাকা জামা কাপড় ছেড়া ছিল। তাই ঘটনাটি রহস্যজনক। তাছাড়া লাশ উদ্ধারের সময় মুকুল পুলিশ দেখে পালিয়ে যায়। তাই শিখাকে হত্যা করা হয়েছে বলে তাদের সন্দেহ। তরিকুল জানান, ঢাকা থেকে আসার পর লম্পট মুকুল শিখাকে ফোন করে বাসায় ডেকে নেয়। দু’জনার মোবাইলে কললিষ্ট চেক করলে হত্যার মোটিভ জানা যাবে।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রোকনুজ্জামান বলেন, ঘরের দরজা ভেঙ্গে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ উদ্ধারের পর ময়না তদন্ত করার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্যে জুতার মালা,

যুবক আটক

ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় নির্মাণাধীন বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্যে জুতার মালা দিয়ে অবমাননার ঘটনায় আব্দুর রহমান ওরফে সম্রাট (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে শহরের কাঞ্চননগর এলাকা থেকে তাকে আটক করে ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ। আটক আব্দুর রহমান ওরফে সম্রাট ঝিনাইদহ পৌর এলাকার কাঞ্চননগর পাড়ার মৃত শাহাদাৎ হোসেনের ছেলে।

পুলিশ জানায়,ভাস্কর্যে জুতার মালা পরিয়ে অবমাননার ঘটনার পর থেকেই জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের জন্য অভিযান চালানো হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাঞ্চননগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে সম্রাটকে আটক করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়,ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে ওই যুবককে শনাক্ত করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন,ঘটনার পর থেকেই জড়িত ব্যক্তিকে আটকের জন্য পুলিশ অভিযান চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সংবাদ পেয়ে কাঞ্চননগর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাকে শনাক্ত করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুর মন্ডপে মন্ডপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

আর মাত্র কয়েক দিন বাকি, তারপরই শঙ্খধ্বনি আর ঢাকের তালে মর্ত্যে আগমন ঘটবে দেবী দুর্গার। তাই ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার প্রতিটি পূজা মন্ডপে এখন দম ফেলার ফুরসত নেই মৃৎশিল্পীদের।

দিনরাত এক করে তারা প্রতিমায় দিচ্ছেন শেষ তুলির আঁচড়।

সরজমিনে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে দেখা গেছে, মাটির কাজ শেষ। এখন চলছে রঙের খেলা। কেউ ব্যস্ত দেবীর অপরূপ চোখ আঁকতে, কেউবা ব্যস্ত পরনের শাড়িতে নকশা তুলতে। রঙের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে পাচ্ছে এক একটি প্রতিমা।

প্রবীণ মৃৎশিল্পী নাড়ু গোপাল বলেন, “৩০ বছর ধরে প্রতিমা বানাই। এই সময়টা আমাদের ঈদের মতো। এবার ১০টি প্রতিমার কাজ পেয়েছি। সময়মতো ডেলিভারি দিতে রাতদিন কাজ করে যাচ্ছি।”

উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, এবার উপজেলায় ৩৩টি মন্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রদীপ্ত রায় দীপন বলেন, “শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে উদযাপনের জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি মন্ডপে পুলিশ আনসারসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কেউ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সার্বক্ষণিক মাঠে থাকবে।”

ঝিনাইদহের পদ্মাকর ইউনিয়নে দলের বৃহত্তর স্বার্থে ৭ প্রার্থী ঐক্যবদ্ধ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১১ নং পদ্মাকর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিএনপির সম্ভাব্য সাত প্রার্থী ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

একই সঙ্গে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ নিয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে সাতজনের মধ্য থেকে একজনকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

প্রার্থীদের দাবি, সাতজনের মধ্যে একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হলে সবাই

তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। এতে নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বাড়বে। তবে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ভোট বিভক্ত হয়ে পরাজয়ের আশঙ্কা রয়েছে বলেও তারা মনে করেন।

সম্প্রতি পদ্মাকর ইউনিয়নে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাত চেয়ারম্যান প্রার্থী একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে ঐকমতে পৌঁছান। এ সময় তারা দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে একজন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। ঐক্যবদ্ধ হওয়া সাত প্রার্থী হলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও প্রভাষক জাহাঙ্গীর হোসেন, ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো.আতিক মল্লিক, ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মো. রুহুল আমিন, জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ মোহন, সদর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল আলিম, সদর উপজেলা বিএনপির অর্থবিষয়ক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন মল্লিক এবং সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন মিন্টু।

এ সময় প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাফুলুর রহমান, সাবেক যুবদল সভাপতি এসএজি রাজলু, প্যারোড হোসেন, রোকনুজ্জামান, ইমরান হোসেন শুভ, খয়বার হোসেন, সরোয়ার মোল্লাসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে সাত প্রার্থী বলেন, দলের বৃহত্তর স্বার্থে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। বিএনপি যদি সাতজনের মধ্য থেকে যোগ্য একজনকে মনোনয়ন দেয়,তাহলে বাকি সবাই তার পক্ষে কাজ করবেন। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেও তারা উল্লেখ করেন।

তাদের প্রত্যাশা, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি ও সদর উপজেলা বিএনপি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সাতজনের মধ্য থেকে একজনকে দলীয় মনোনয়ন দেবে।

হরিণাকুণ্ডুর ৮০ বিঘা জল-সাম্রাজ্যের সফল কারিগর রফিকুল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার নারানকান্দি গ্রামের মাঠজুড়ে এখন শুধু পানি আর পানি। ৮০ বিঘা জমির উপর খনন করা বিশাল জলরাশিতে চলছে মাছের চাষ। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের কারিগর এক সময়ের সাধারণ কৃষক বর্তমান কৃষি উদ্যোক্তা মো. রফিকুল ইসলাম।

একসময় এসব জমিতে ধান ছাড়া কিছুই হতো না। বর্ষায় জলাবদ্ধতা আর শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে ফসল মারা যেত। সেই অনাবাদি ও পতিত জমিকেই তিনি রূপান্তরিত করেছেন লাভজনক মৎস্য খামারে।

রফিকুল ইসলাম ৩ বছর আগে সাহস করে ৮০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। প্রথম বছরে লোকসানের ভয় থাকলেও মৎস্য অফিসের পরামর্শ ও নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ তিনি সফল। তার খামারে এখন রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্পের চাষ হচ্ছে।

সোমবার (৫ অক্টোবর) সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ভোর থেকে শ্রমিকরা জাল টানছেন। জালে ধরা পড়ছে বড়-ছোট বিভিন্ন ধরণের মাছ। ছোট মাছ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আর বড় বড় মাছ ধরে বাজারের উদ্যেশে ড্রামে ভরা হচ্ছে। খামারের উদ্যোক্তা রফিকুল ইসলাম বড় সাইজের মাছ নিয়ে হাসিমুখে ড্রামে ভরছেন। এই খামারে স্থায়ীভাবে ১২ জন ও অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে ১০জন কাজ করছেন। মাছের খাদ্য সরবরাহ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িয়ে আরও অন্তত ৩০টি পরিবার। সব মিলে ৫০টি পরিবারের জীবিকা চলছে এই মৎস্য খামারের উপরে।

সফল উদ্যোক্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, “আমি ১৪ বছর আমেরিকা এম্বাসিতে চাকরি করেছি, পরে ভাবলাম নিজ এলাকায় যেয়ে কিছু বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় কিভাবে, সেই ভাবনা থেকেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে নিজের জমিতে কিছু করতে চেয়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে এখন বছরে খরচ বাদে ২৫-৩০ লাখ টাকা উপার্জন করছি। আমার দেখাদেখি এখন অনেক তরুণ মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছে।”

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, “রফিকুল ইসলাম আমাদের উপজেলার একজন মডেল মৎস্য খামারী। এককভাবে ৮০ বিঘা জমির এত বড় মৎস্য প্রকল্প এই জেলায় বিরল। আমরা তাকে সব ধরনের কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি।”

স্থানীয়রা মনে করছেন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে রফিকুলের এই খামার থেকে বছরে কয়েকশ মণ মাছ উৎপাদন করা সম্ভব, যা দেশের আমিষের চাহিদা মেটাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

ঝিনাইদহে ৪০ কোটি টাকার রাস্তা নির্মানে ব্যাপক অনিয়ম

ঝিনাইদহ শহররে সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের মেগা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের আওতাধীন সাড়ে চার কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পে সাববেজ (ভিত্তিস্তর) তৈরির ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী উন্নতমানের খোয়া ও পাথর ব্যবহার না করে সরাসরি আস্ত ইট ও ধুলাবালি ছাড়া বিছিয়ে সড়ক ও জনপথের এসও আল মামুনের সামনেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক বাবু পাটোয়ারি।

রোববার দুপুরে সরেজমিনে পরিদর্শনে গেলে এমন অনিয়মের চিত্র পাওয়া গেছে। গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে তড়িঘড়ি করে ভেকু (এক্সকাভেটর) দিয়ে সড়ক থেকে আস্ত ইট তুলে নিতে দেখা যায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজনকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল থেকে আরাপপুর মোড় হয়ে হামদাহ বাইপাস পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণে দুই প্যাকেজে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১৮ ফুট সড়কটিকে ৩৪ ফুটে উন্নীত করার অংশ হিসেবে ১৬ কোটি টাকায় ‘রিজিড পেভমেন্ট’ এবং ২৪ কোটি টাকায় ‘ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট’ নির্মাণের কথা। মূল কাজটি পেয়েছে ‘হাসান টেকনো’ ও ‘মাসুদ হাইটেক’ নামের দুইটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরেজমিনে দেখা যায়, মূল ঠিকাদার নিজে কাজ না করে বাবু পাটোয়ারী নামের একজন সাব-ঠিকাদারের কাছে পুরো কাজটি বিক্রি করে দিয়েছেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হান্নান, ওলিয়ার রহমান ও সবুজ হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “শুরুর দিন থেকেই

আমরা দেখছি এই মেগা প্রকল্পের কাজে চরম দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। সাববেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো বালি ব্যবহার করা হয়নি, ধুলোবালি আর নিম্নমানের আস্ত ইট দিয়ে রোলার করা হচ্ছে। সরকারি কোটি কোটি টাকার বাজেট হলেও এভাবে কাজ করা মানে ¯◌্রফে জনগণের ট্যাক্সের টাকা পানিতে ফেলা।”

অভিযোগ রয়েছে, সরকারি খাতের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজের স্থানে তদারকি কর্মকর্তা হিসেবে সওজের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এসও) হাসান আল মামুনের সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মিলিকের নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা ঘুষ নিয়ে সাইডে থাকেন না। এসময় কাজের সাইটে তাঁর দেখা মেলেনি।

সংবাদ কর্মীদের মাধ্যমে জানতে পেয়ে বিকেলেই দুর্ঘটনাস্থল ও কাজের সাইট পরিদর্শনে আসেন ঝিনাইদহ সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জিয়া উদ্দীন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী তুহিন আল মামুন। কাজের নিম্নমান ও ভেকু দিয়ে ইট তোলার দৃশ্য দেখে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন তারা।

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জিয়া উদ্দীন বলেন, “যেভাবে কাজটি করা হচ্ছে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নির্দিষ্ট গ্রেডের খোয়া না দিয়ে আস্ত ইট বিছিয়ে সড়ক প্রস্তত করা অত্যন্ত দুঃখজনক।”

ঘটনাস্থলে কাজের ধরণ দেখে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তুহিন আল মামুন সাংবাদিকদের জানান, “এভাবে আস্ত ইট ও ধুলাবালি দিয়ে সড়ক নির্মাণ করার কোনো সরকারি বিধান নেই। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সাইট ভিজিট করে কাজ বন্ধ করে দিয়ে গেলাম। নিয়মানুযায়ী সিডিউল মেনে নতুন করে সঠিক গ্রেডের খোয়া ও বালি দিয়ে সাববেজ প্রস্তুত না করা পর্যন্ত কোন বিল ছাড় দেওয়া হবে না।”

এদিকে অনিয়মের বিষয়ে জানতে মূল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মাসুদ হাইটেক বা হাসান টেকনোর কোনো প্রতিনিধিকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। আর কাজের দায়িত্বে থাকা সাব-ঠিকাদার এসআর ইন্টারপ্রাইজের মালিক বাবু পাটোয়ারীর সাইট ম্যানেজার মাসুদ ও সুপারভাইজার লিটন জানান, আমরা যানজট নিরসনে সাইট বৃদ্ধি করতে এভাবে কাজ করছি। এটা সিডিউলে নেই। দায়বদ্ধতার দিক থেকে আপাতত এটা করছি। এটা স্থায়ী কাজ নয়। মুল কাজ শেষ হলে এটা তুলে নতুন করে করা হবে।

[redacted]

[redacted]

ক্লাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও জানান তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে খামারের মালিক মলিনা বেগম বলেন, তিনি নিজ বাড়িতে অল্প পরিমাণে পোল্ট্রি মুরগি পালন করেন। এক মাস বয়স হলে মুরগিগুলো বিক্রি করে দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, প্রথম ২০ দিন খামারে তেমন কোনো দুর্গন্ধ থাকে না; শেষের দিকে প্রায় ১০ দিন কিছুটা দুর্গন্ধ হয়। এ সময়টুকু শিক্ষার্থীরা সহ্য করলে কী এমন হয়।

কয়েক জন অভিভাবকের সাথে এই বিষয়ে কথা হলে তারা বলেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে এ ধরনের পোল্ট্রি খামার থাকা কাম্য নয়। দুর্গন্ধের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে। তারা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে খামারটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবিও জানান।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেজওয়ানা নাহিদ বলেন,”মাদ্রাসা থেকে শিক্ষকরা আমার কাছে এসেছিলেন । বর্তমানে বিষয়টি কি পর্যায়ে আছে তা খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।”

ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক কমল কুমার বর্মনের সাথে এ বিষয়ে কথা হলে তিনি প্রতিষ্ঠানটিতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

ঝিনাইদহের নদী রক্ষায় নিজে কচুরিপানা পরিষ্কার করলেন বিএনপি নেতা মজিদ বিশ্বাস

ঝিনাইদহ শহরের প্রাণ বলা হয় ঐতিহাসিক নবগঙ্গা নদীকে। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে আজকের ঝিনাইদহ শহর। অথচ অবহেলা আর অনাদরে সেই

নবগঙ্গা নদীই আজ অস্তিত্ব¡ সংকটে পড়েছে।

পুরো নদী এখন ঘন কচুরিপানায় ঢাকা, পানির ওপর এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই বললেই চলে। কচুরি পানায় উপরিভাগ ঢাকা থাকায় মাছ অক্সিজেনের অভাব অনুভব করছে ঠিকমত খাবার পাচ্ছেনা। আর চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নদীর ওপর নির্ভরশীল তীরবর্তী সাধারণ মানুষ। বন্ধ হয়ে গেছে তাদের স্বাভাবিক গোসল ও নিত্যদিনের পানির ব্যবহার।

নদীটির এই করুণ দশা দেখে এবার তা রক্ষায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস। কোনো প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং নদীকে বাঁচাতে তিনি নিজেই নেমে পড়েছেন নবগঙ্গায়। গত কয়েকদিন ধরে নিজ হাতে পরিষ্কার করছেন মাইলের পর মাইল জমে থাকা কচুরিপানা।

নিজের এই ব্যতিক্রমী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আব্দুল মজিদ বিশ্বাস। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আমার শৈশব থেকে শুরু করে আজ ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত এই নদীর সাথেই আমার আত্মিক সম্পর্ক।

আমি দীর্ঘদিন আশায় ছিলাম হয়তো নদীটিকে বাঁচানোর জন্য কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে। কিন্তু কাউকে এগিয়ে আসতে না দেখে বাধ্য হয়ে নিজেই এই কাজে নেমে পড়েছি।”

আঃ মজিদ বিশ্বাস, বলেন আমি ভাবকাম সামনে সনাতনধর্ম পুজা অনুষ্ঠিত হবে। এই কচুরিপানা পরিষ্কার না করলে তারা তাদের প্রতিমা বিসর্জন দিতে পারবে না। তাই নিজ খরচে নিজ উদ্যোগে আমি কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেলাম। গত বছরও আমি এই নদীর কচুরিপানা পরিষ্কার করেছিলাম।

স্থানীয় বাসিন্দারা তার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ঝিনাইদহের পরিবেশ সচেতন মহল মনে করছেন, আব্দুল মজিদ বিশ্বাসের এই উদ্যোগ কেবল নদী পরিষ্কারই কাজ নয়, বরং হারিয়ে যেতে বসা নবগঙ্গা নদীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য একটি বড় সামাজিক বার্তা।

তারা আশা করছেন, তাকে দেখে সমাজের অন্যান্য সামাজিক বান্ধব ও সাধারণ মানুষও পরিবেশ ও নদী রক্ষায় একাত্ম হয়ে এগিয়ে আসবেন।

[redacted]

[redacted]